প্রথম সংখ্যা। বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা।

সমন্বয়-প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

আর্য্যধাত্রীবিদ্যা, পুংসবন, প্রেমাশ্রু, প্রেমাঞ্জলি,

প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা,

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি. এ, এল. এম. এস.

প্রণীত।

"ত্রির্নো অশ্বিনা দিব্যানি ভেষজা ত্রিঃ পার্থিবানি ত্রিরুদত্তমদ্ভ্যঃ।
ওমানং শংযোর্ম্মম কায়সূনবে ত্রিধাতু শর্ম্মবহতং শুভস্পতী॥"

ঋগ্বেদ ১.৩.৬ মন্ত্র।

মূল্য ।০ আনা।

কলিকাতা ;

৫১।২ সুকিয়া ষ্ট্রীট্ মণিকা প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত

ও

৫০ গ্রে ষ্ট্রীট্ হইতে গ্রন্থকার [illegible] প্রকাশিত।

ভূমিকা।

বায়ু পিত্ত ও কফ লইয়াই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, ইহারাই আয়ুর্ব্বেদের মূল তত্ত্ব। এই তত্ত্ব কয়েকটি বুঝিতে না পারিলে, আয়ুর্ব্বেদীয় প্রত্যেক ব্যাপারই তমসাচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সূত্রই বল, নিদানই বল, চিকিৎসাই বল, আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক অঙ্গের ভিতর এই একটি তত্ত্ব—এই একটি মাত্র জ্যোতি বিদ্যমান আছে, কেবল মাত্র যাহার সাহায্যে আমাদিগের স্বদেশীয় ভৈষজ্য ভাণ্ডারের লুক্কায়িত দুর্লভ রত্নগুলি দৃষ্টি গোচর হইতে পারে।

আজ কাল সাধারণ্যে বায়ু পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে যে একটা ভ্রান্তিময় ধারণা প্রচলিত আছে, সেই সর্ব্ববিঘ্নাত্মিকা ধারণা—যাহাতে বায়ু অর্থে—air পিত্ত অর্থে bile এবং কফ অর্থে phlegm—যতদিন সমূলে উন্মূলিত না হইতেছে, ততদিন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র সুসম্মানিত জ্ঞানরাজ্যে উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে কিছুতেই সক্ষম হইতেছে না।

জানি না বায়ু অর্থে air, পিত্ত অর্থে bile, এবং কফ অর্থে phlegm কবে কোথায় কোন্ ভাবুক অনুবাদকের দ্বারা ভারত গর্ব্ব খর্ব্ব রাখিবার জন্য কোন্ কুক্ষণে সৃষ্ট [illegible]য়াছিল, যাহার বিষময় ফল স্বরূপ এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকে এত দিন ধরি[illegible] লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে।

আমরা অর্থোপার্জ্জনের পথ [illegible] করিতে এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই; আমাদের ইচ্ছা, পূত ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রকে সজীব করিতে সেই শক্তি, সেই মন্ত্র বল, সেই স্বদেশহিতৈষিতা, সেই সত্যনিষ্ঠা প্রয়োগ করিতে দেখি, যাহা বেশী দিনের কথা নহে, পূজার্হ ৺গঙ্গাধর কবিরাজ ও তাঁহার ছাত্রবর্গ প্রয়োগ করিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন।

বায়ু পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে যে ভ্রান্তিপূর্ণ তুচ্ছ জ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যায় সর্ব্বনাশ আনয়ন করিয়াছে, তাহারই যথা সম্ভব নিরাসন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য; কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত এই অন্ধকার দূর হইবার নহে, সেই জন্যই আমরা—আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণ সেবিত বায়ু পিত্ত ও কফকে এই নূতন আলোকের তীব্র রশ্মিতে অভিষিক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, এই পন্থা বিপরীতাভিমুখী হইলেও বর্ত্তমান কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইবে।

ভাজনঘাট
চৈতন্যাব্দ ৪১৬

গ্রন্থকার।

সূচী।

"THE problems of Physiology in the future are largely concerned in arriving, by experiment and inference, by the mind's eye, and not by the body's eye alone, assisted as that may be by lenses yet to be introduced, at a knowledge of the molecular construction of this protean protoplasm, of the laws according to which it is built up, and the laws according to which it breaks down, for these laws when ascertained will clear up the mysteries of the protean work which the protoplasm does."—*Prof Michæl Foster.*

সমন্বয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

প্রথম অধ্যায়।

শরীরকে ত্রিস্থূণ বলে কেন ?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে জীবতত্ত্বের মূলে তিনটি ক্রিয়া ও ক্রিয়াশক্তি বর্ত্তমান আছে। ইহার প্রথমটির নাম জীবোৎপত্তি বিষয়ক ক্রিয়া (Generative function), দ্বিতীয়টির নাম শরীর তন্ত্রযন্ত্রের সামঞ্জসীভূত ক্রিয়া (Cor-relative function) তৃতীয়টির নাম শরীর-ধারণ ও পোষণোপযোগী ক্রিয়া (Sustentative function.) (১) ·

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ক্রিয়ার মধ্যে জীবোৎপত্তি বিষয়ক ক্রিয়া সর্ব্বকালিক ঘটনা নহে; এই জন্য Physiology বা শারীর-বিচয় গ্রন্থের ইহা প্রধান অঙ্গরূপে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু অন্য দুইটি ক্রিয়া, যাহার নিয়ত বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যেমন তাঁহাদিগের জীবতত্ত্ব বিষয়ক সমস্ত গবেষণার সুসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তদ্রূপ আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিতে পাই, আমাদিগের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণও এবম্বিধ কয়েকটী মূল ক্রিয়াশক্তিকে মানবদেহের স্তম্ভ স্বরূপ মনে করিয়া জীবের গতি, স্থিতি ও বিনাশবিষয়ক

---

(১) The actions of living matter are termed its functions, and these functions varied as they are, may be reduced to three categories * * * * The first may be termed sustentative, the second generative and the third cor-relative functions—*Encyclopædia Britannica on the subject of Physiology.*

প্রশ্নসমূহের সর্ব্বতোভাবে মীমাংসা স্থাপন করতঃ একদা এই জটিল জীবতত্বের পর পারে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন।

তাঁহারা বলিয়াছেন, যেমন একখানি অগার (চালা) তিনটি স্তম্ভ ব্যতিরেকে কিছুতেই দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, তদ্রূপ এই জীবদেহ বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা স্বরূপ দণ্ডত্রয়কে আশ্রয় না করিয়া কিছুতেই আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে সমর্থ হয় না। তিনটি দণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা শরীরকে ত্রিস্থূণ এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। (২)

কিন্তু ত্রিস্থূণ মানব-শরীর বলিতে আর্য্যেরা যে সকলেই ইহাকে স্থূল শরীর বলিয়া বুঝিতেন তাহা নহে; চরকসংহিতায় উক্ত আছে, মানব শরীর প্রকৃত জ্ঞানিগণ স্থূলভাবে না দেখিয়া সূক্ষ্মভাবেই দর্শন করেন। ফলতঃ আমাদের স্থূলদৃষ্টিতে এই দেহ যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমাযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, সূক্ষ্মভাবে দেখিলে আর তদ্রূপ দেখা যায় না। সূক্ষ্মদর্শনের নিকট ইহা পরমাণুভেদে অপরিসংখ্যেয় উপাদান বিরচিত—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহাদিগকে ধরিবার উপায় নাই; যোগের সাহায্যে, মনশ্চক্ষুর নিকট কেবলমাত্র তাহারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। (৩)

স্থূলভাবে দর্শন করিলে যদিও চিকিৎসা কার্য্যাদির কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মে না, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শরীরকে দ্ব্যণুকাদি পরিনির্ম্মিত

---

(২) বাত পিত্তশ্লেষ্মাণ এব দেহ সম্ভব হেতবঃ
তৈরেব অব্যাপন্নৈ রধোমধ্যোর্দ্ধ সন্নিবিষ্টৈঃ
শরীরমিদং ধার্য্যতেঽগার মিব স্থূণাভি
স্তিসৃভিরতশ্চ ত্রিস্থূণ মাহুরেকে।—সুশ্রুত সংহিতা।

(৩) শারীরাবয় বাস্তু পরমাণুভেদেনাপরিসংখ্যেয়া
ভবন্ত্যতিবহুত্বাদতিসৌক্ষ্যাদতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ।—চরক সংহিতা।

The problems of Physiology in the future, are largely concerned in arriving by experiment and inference, by the mind's eye alone, assisted as that may be, by lenses, yet to be introduced, at a knowledge of the molecular construction of this protean protoplasm.—*Encyclopædia Britannica on the subject of Physiology by Foster.*

উপাদানসমষ্টি (molecular) বলিয়া জানাই উচিত। (৪) আর্য্যঋষিগণও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাদিগের অধিকাংশই এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদিগের সংস্থাপিত শরীরচর প্রাণবায়ু, সৌরতেজোমুক্ত ভূতাগ্নি, পিত্তাগ্নি, ধাত্বগ্নি, কায়োষ্মা, আপ্যগুণ বহুল রসের মল স্বরূপ কফ এই সমস্তই মনশ্চক্ষুর সাহায্যে পরমাণুসঞ্জাত সূক্ষ্ম জীবদেহসম্বন্ধেই পরিকল্পিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রাসাদাখ্যরসের ধাতুরূপে পরিণতি এবং এই পরিণতির মূলস্বরূপ বিভিন্নপ্রকৃতিক ধাত্বগ্নির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা, আমাদিগের মনে হয় আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের Fibrinogen, Trypsinogen, Inogenএর অনুরূপ তত্ত্বপ্রসূত। ফলতঃ বায়ু পিত্ত কফ এবং ধাত্বগ্নির উপর যে শারীর-বিচয় (Physiology) সংস্থাপিত তাহা যতই কেন অস্পষ্ট হউক না, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে সে শারীর-বিচয়ের লক্ষ্য পরমাণুর সংযোগবিভাগজনিত সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় শরীরাবয়বের অর্থাৎ molecular physiologyর দিকে। (৫)

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মতে Hering's theory of colour sensation যেমন রূপ দর্শন সম্বন্ধে ধাত্বগ্নির বিদ্যমানতা (anabolism and katabolism) স্বীকার করে, আর্য্যদিগের প্রতিষ্ঠিত আলোচকাগ্নিও রূপ দর্শনবিষয়ে তদ্রূপ একটি সুন্দর মীমাংসা সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছে; ফষ্টর সাহেব বলেন Hering's theoryর লক্ষ্য এই molecular physio-

---

(৪) শরীরাবয়বাস্তু পরমাণুভেদেনাপরিসংখ্যেয়া
ভবন্ত্যতিবহুত্বাদতি সৌক্ষ্ম্যাদতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ, তেষাং
সংযোগবিভাগে বায়ুঃ পরমাণুনাং কারণং
কর্ম্মস্বভাবশ্চ তদেতৎ শরীরসংখ্যাতম,
নেকাবয়বং দৃষ্টম্ একত্বেন সঙ্গঃ সংখ্যাতম্।
পৃথক্ত্বেনাপবর্গঃ তত্র প্রধানমসক্তং
সর্ব্বসঙ্খ্যাতিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততে ইতি। চরকসংহিতা।

(৫) These and other like questions can only be solved by looking with the mind's eye, by penetrating through careful inferences into those inner changes which we call molecnlar and which no optical aid will ever reveal to the physical eye.—*Foster*.

logyর দিকে।(৬) এ হিসাবে আমরাও বলিতে পারি আমাদিগের "দেহসম্ভব হেতবঃ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ" সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত স্থূলদেহ সম্বন্ধে ব্যবহৃত না হইয়া পরমাণুর সংযোগবিভাগ জনিত অতীন্দ্রিয় অপরিসংখ্যেয় শরীরাবয়ব সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ চরক গ্রন্থে যখন উক্ত হইয়াছে শরীরাবয়ব পরমাণুভেদে অপরিসংখ্যেয় "শরীরাবয়বাস্তু পরমাণু ভেদেনাপরিসংখ্যেয়া ভবন্তি" এবং এই অপরিসংখ্যেয় শরীরাবয়ব যিনি সর্ব্বতোভাবে অবগত আছেন, তিনি কখন মোহে অভিভূত হয়েন না—

শরীর সঙ্খ্যাং যো বেদ সর্ব্বাবয়বশোভিষক্।
তদজ্ঞান নিমিত্তেন স মোহেন ন যুজ্যতে॥

—তখন আর্য্যদিগের শারীরবিচয়গ্রন্থ স্থূলাবয়ববিষয়ক না হইয়া সূক্ষ্মাবয়ববোধক এ কথা বলিতে বিশেষ কি আপত্তি আছে? আমরা এখন হইতে যাহা কিছু বলিব, তাহা সাধারণতঃ স্থূলভাবে ব্যবহৃত না হইয়া সূক্ষ্মভাবেই ব্যবহৃত হইবে। অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে যাহা পরিদৃষ্ট হয় তাহাও আর্য্যদিগের মতে স্থূল পদার্থ; আর্য্যশারীরবিচয় ইহারও পরপারে অবস্থিত এবং মনশ্চক্ষুর বিষয়ীভূত।

---

(৬) Another theory of colour (Hering's) supposes that there are six primary colour sensations viz:—three pairs of antagonistic or complemental colours, black and white, red and green, and yellow and blue; and these are produced by the changes either of disintegration or of assimilation taking place in certain substances somewhat, it may be supposed, of the nature of the visual purple which the theory supposes to exist in the retina.—*Kirke's Physiology.*

দৃষ্টিস্থং পিত্তং রূপালোচনাদস্তস্তারকায়াঃ স্থিতং
তদায়ত্তরূপগ্রহণশক্তিত্বাদালোচকমুচ্যতে।

অরুণদত্তঃ।

দৃষ্টিঃ কৃষ্ণতারকান্তবর্ত্তিনী মসূরদলমাত্রা।

ডল্লনাচার্য্যঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পিত্ত ও শ্লেষ্মা।

ফষ্টর সাহেবের মত আর্য্যদিগেরও বিশ্বাস, মানব শরীর প্রজ্বলিত হুতাশনের মত অবিশ্রান্ত আপনি আপনাকে দগ্ধ করিতেছে। শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহা নীরস হইলে ইহার বিনাশ মুহূর্ত্তেক সময়ে সম্পন্ন হইয়া যাইত, কিন্তু আর্দ্র কাষ্ঠের মত ইহা শ্লেষ্মার সাহায্যে আপ্যবহুল বলিয়া ইহার বিনাশ কালসাপেক্ষ। আর্য্যদিগের মতে "শৃ" ধাতু হইতে শরীর শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে অর্থাৎ যাহা অবিরত ক্ষয় হইতেছে, "শীর্য্যতে ইতি শরীরম্"। ইহাতে ত্রিবিধ অগ্নি প্রতিষ্ঠিত; উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে এই অগ্নি শরীরকেই পরিদগ্ধ করিতে থাকে, সেইজন্য শরীরের একদিকে যেমন শ্লেষ্মার প্রয়োজন, তদ্রূপ অন্যদিকে অন্নপান রূপ ইন্ধনেরও প্রয়োজন। (১)

তৈলপূর্ণ দীপশিখা যেমন নিরন্তর উজ্জ্বলতর রহে, সেইরূপ এই জীবদেহ নিরন্তর সংদহ্যমান হইয়াও যে একবারে অচিরকাল মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে না, তাহার কারণ মানব আহিতাগ্নি হইয়া আহার্য্য বস্তুর হোম দ্বারা শরীরস্থ অগ্নিকে ইন্ধন প্রদানের মত আপ্যায়িত করিয়া রাখিয়াছে এবং তৎসঙ্গে

---

(১) শরীরমিতি কস্মাৎ অগ্নয়ো হ্যত্র শ্রিয়ন্তে—গর্ভোপনিষৎ
স যদা নেন্ধনং যুক্তং লভতে দেহজং তদা রসং হিনস্তি—
শ্লেষ্মা বৃদ্ধোহগ্নি সাদাদীন্ করোতি—চরক সংহিতা
বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা॥

সুশ্রুতসংহিতা।

The animal body dies daily, in the sense that at every moment some part of its substance is suffering decay, is undergoing combustion. Combustible in the ordinary sense of the word an animal body is not, by reason of the large excess of water which enters into its composition, but an animal body thoroughly dried will in the presence of oxygen burn like fuel and like fuel give out energy as heat.—*Foster*.

জলের মত সোমগুণবহুলশ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকিয়া অগ্নিকে প্রশমিত করিতেছে। (৮)

মরুৎসখ সর্ব্বভুক অগ্নির বিষম ক্ষুধা হইতে জীবদেহকে রক্ষা করিবার জন্য ভুক্তান্নসঞ্জাত ইন্ধন স্বরূপ যে রস সর্ব্বশরীরে নিরন্তর সঞ্চারিত হইতেছে (গত্যর্থো রসধাতুঃ) তাহার ভিতর দুইটি অংশবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। চরকাচার্য্য বলিয়াছেন, শরীর ধাতু দ্বিবিধ—মলভূত ও প্রসাদভূত; তন্মধ্যে যাহা শরীরের (ক্ষয়ের) বাধাকর তাহার নাম মলভূত, যেমন শরীরছিদ্র মধ্যস্থ ক্লেদ সমূহ; আর যাহা বাধাকর নহে তাহা প্রসাদভূত। কফ রসের মলভূত আম পদার্থ; নিরামরস বা যে অংশ প্রসাদভূত তাহা ধাতুরূপে পরিণত হয়,—আর যে অংশের ধাতুরূপে পরিণতি হয় না অর্থাৎ যাহা আম, তাহা শরীর ছিদ্র সমূহে অব্যবহার্য্যভাবে ক্লেদের সহিত বর্ত্তমান থাকে। আর্য্যদিগের মতে এই অপরিনমনীয় অব্যবহার্য্য আমাংশ (unutilitisible portion) শ্লেষ্মারূপে ছিদ্র (intermolecular space) সমীপবর্ত্তী পরমাণুসংযোগসমুৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি অপরিসংখ্যেয় অবয়ব গুলিকে, (molecules) আলিঙ্গন করিয়া ধাত্বগ্নির প্রবলদহনজনিতক্ষয় হইতে রক্ষা করিতেছে। (৯)

---

(৮) আহিতাগ্নিঃ সদা পথ্যান্যন্তরাগ্নৌজুহোতি যঃ
ষটত্রিংশচ্চ সহস্রাণি রাত্রীনাং হিতভোজনঃ।
জীবত্যনাতুরো জন্তু জিতাত্মা সম্মতঃ সতাম্।
চরকঃ।
তস্মাত্তং বিধিবদযুক্তৈ রন্নপানেন্ধনৈর্হিতৈঃ
পালয়েৎ প্রযত্নতস্তস্য স্থিতৌহ্যায়ুর্বলস্থিতিঃ
বাগ্‌ভটঃ।

The continued setting free of energy which thus marks the living body entailing as it does, the continued breaking up and decay of living substance constitutes a drain upon the body which must be met by constantly renewed supplies, or otherwise the body would waste and its energy flicker out. Hence the necessity on the one hand for that which we call food, which however varied is essentially a mixture of complex combustible energy-holding bodies and on the other hand for that other kind of food which we call breath.—*Foster.*

(৯) শরীর ধাতবস্তেবং দ্বিবিধাঃ সংগ্রহেণ মলভূতা প্রসাদভূতাশ্চ, তত্রমলভূতাস্তে শরীরস্য যে বাধকরাঃ স্যুস্তদ্‌যথা শরীরচ্ছিদ্রেষু উপদেহাঃ।

বাগভট বলিয়াছেন, শ্লেষ্মা যেমন সোমপদার্থ, তদ্রূপ পিত্তও অগ্নিস্বরূপ বা অগ্নিবৎ পদার্থ; ইহাই আহার্য্য বস্তুকে চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্ব্বিধাকারে আমাশয়ে আনয়ন করে, আমাশয় স্থিত ভুক্তান্নকে পাচকাগ্নির সাহায্যে রসরূপে পরিণত করে; *রসকে ধাতুরূপে, ধাতুকে মলরূপে পরিণত করিবার মূলেও এই পিত্ত। পিত্তের এই ক্রিয়াগুলিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে হইলে ঠিক metabolism বলা যায়। (১০)

---

* শ্লেষ্মাগ্নিসাদনঃ—বাগভটঃ
শ্লিষ—আলিঙ্গনে।
শ্লেষ্মা সোমঃ।
রসস্তু হৃদয়ং যাতি সমান মারুতেরিতঃ।
সতু ব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্ব্বান্ ধাতূন বিবর্দ্ধয়েৎ॥
কেদারেষু যথা কুল্যাঃ—পুষ্ণন্তি বিবিধৌষধীঃ
তথা কলেবরে ধাতূন্ সর্ব্বান্ বর্দ্ধয়তে রসঃ
রসস্তু তত্র তত্র ত্রিধা বিভজ্যতে।
স্থূলঃ সূক্ষ্ম স্তমলশ্চ তত্র তত্র ত্রিধারসঃ
যং স্থূলোংংশঃ পরং সূক্ষ্মস্তমলো যাতি তন্মলম্। ভাবমিশ্রঃ।

As the blood circulates through the capillary blood vessels, some of its liquid constituents exude through the thin walls of these vessels carrying nutriment to the tissue elements. This exudation is called lymph; it receives from the tissues the products of their activity. The waste products like carbonic acid and urea are more abundant in lymph than in blood. The total amount of solids dissolved in lymph is about 6 per cent, more than half of which is proteid in nature. It is like blood plasma in composition only diluted so far as its proteid constituents are concerned—*Kirke's Physiology*.

(১০) The chemical changes that occur during the nutrition of a living cell may be summed up in the word metabolism. The first act, in the many steps which constitute metabolism, is the taking of food, the next digestion of that food, the third absorption and the fourth assimilation. Assimilation or the building up of the living tissues may, to use Gaskell's expressions, be spoken of as *Anabolic.* The body, however does not remain in this stable condition, even while nutrition is occuring, destructive changes are taking place simultaneously; each cell

কিন্তু সাধারণে জানেন পিত্ত বলিতে bile অর্থাৎ যকৃন্নিঃসৃত দ্রব পীতবর্ণ পদার্থকেই বুঝায়,—বুঝিবারও কথা; কেন না আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের ভিতরও এই দ্রব পীতবর্ণ পিত্তাভিধেয় মলপদার্থ আর অগ্নিগুণোপেত উষ্মা বা পিত্ত-সংজ্ঞক ধাতু-পদার্থ এমন জটিলভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যে সহসা মনে হয় ধাতু-পিত্ত ও মল-পিত্ত উভয়েই এক পদার্থ। সুশ্রুতোক্ত "বাতপিত্ত শ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ" প্রভৃতি শ্লোকের সহিত—"বিসর্গাদানাদি"(১১) শ্লোকের সমন্বয় করিলে একদিকে যেমন বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মাকে "দেহধারণাৎ" "ধাতু" এই আখ্যা প্রদান করিবার জন্য লোলুপ হইতে হয়, সেইরূপ অন্যদিকে, "মলাশ্চাদি"। (১২) শ্লোকের বিদ্যমানতা মনকে

---

may be considered to be in a state of unstable, equilibrium, undergoing *Anabolic* or constructive processes on the one hand, and destructive or *Katabolic* processes on the other. The *Katabolic* series of phenomena commences with combustion. * * * The discharge of these products of destructive metabolism by the expired air, the urine the sweat, and fœces is what constitutes excretion—excretion is the final act in the metabolic round.—*Kirke's Physiology.*

যদন্নং দেহধাত্বোজো বলবর্ণাদি পোষণম্।
তত্রাগ্নির্হেতুরাহারান্নহ্ পক্কাপ্রসাদয়ঃ॥
ভৌমাপ্যাগ্নেয় বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মণঃ সনাভসাঃ!
পঞ্চাহার-গুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদীন পচন্ত্যন্থ!
কিট্টং সারশ্চ তৎপকমন্নং সম্ভবতি দ্বিধা।
তত্রাচ্ছং কিট্টমন্নস্য মূত্রং বিদ্যাদ্ঘনং শকৃৎ।
সারস্তু সপ্তভির্ভূয়ো যথাস্বং পচ্যতেহগ্নিভিঃ॥
রসাদ্রক্তং ততোমাংসং মাংসান্মেদ স্ততোহস্থি চ।
অস্থ্নো মজ্জাততঃ শুক্রং শুক্রাদ্গর্ভঃ প্রজায়তে॥
কফঃপিত্তং মলঃ খেষু—প্রস্বেদো নখরোম চ।
স্নেহোহক্ষিত্বগ্ বিশামোজো ধাতুনাং ক্রমশো মলাঃ।

বাগ্ভটঃ।

(১১) বিসর্গাদান বিক্ষেপৈঃসোমসূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা॥"

(১২) মলাশ্চ তু রসাদীনাং মলিনীকরণাত্মতাঃ।

এমনি আকুলিত করিয়া তুলে যে, একই বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা কি করিয়া এক সময়ে "দেহ ধারণাৎ" ধাতু, "শরীর দূষণাৎ" দোষ, এবং "মলিনী করণাৎ" মল হইল তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। (১৩)

যাহা এক সময়ে ধাতু তাহাই আবার তদ্দণ্ডে দোষ এবং মল, ইহা সুযুক্তি সঙ্গত নহে। অঙ্গারক বাষ্প ও হীরক এক নহে; শুক্তি ও মুক্তায় প্রভেদ আছে; দ্রব্যের সহিত দ্রব্যান্তরের সংস্রব থাকিলেই যে তাহারা এক অভিন্ন পদার্থ হইবে তাহা সকল সময়ে সত্য নহে। এই হিসাবে বলা যায়, ধাতুরূপী বাত পিত্ত শ্লেষ্মা আর দোষরূপী ও মলরূপী বাত পিত্ত শ্লেষ্মা নিবিড় সংশ্লিষ্ট হইলেও, তিনই যে এক তাহা অযৌক্তিক কথা।

যে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা তিনটি দণ্ডের মত সমগ্র মানব শরীরকে ধারণ করিয়া আছে, তাহারা যদি আর কিছু না হইয়া বাতকর্ম্মের বায়ু, বমনের পিত্তি এবং সর্দ্দি কাশীর নাকের পোঁটার মত (অর্থাৎ wind, bile, এবং phlegmএর মত) শরীরের স্বাস্থ্যের হানিকর কোন জিনিসই হইবে, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সোম সূর্য্য অনিলের সঙ্গে তাহাদের তুলনা করিবার সার্থকতা কি?

আয়ুর্ব্বেদ মতে সোমগুণ এবং সোমগুণ বহুল শ্লেষ্মা, অগ্নি এবং অগ্নিগুণ বহুল পিত্ত, গতিউৎপাদক বিদ্যুদগ্নি এবং বহির্গমনশীল বায়ু এক বস্তু নহে। চরকাচার্য্য বলিয়াছেন, "যেমন অধঃস্থিত অগ্নি স্থালীস্থ জল ও তণ্ডুলকে অন্নরূপে পাক করে, সেইরূপ পাচকাগ্নি আমাশয়স্থ অন্নকে রস ও মলরূপে পরিণত করে। ভোজনমাত্র ষড়রসবিশিষ্ট অন্নের প্রথম পরিপাক মধুর রস হইতেই ফেনীভূত কফের সমুদ্ভব হয়, পরে পচ্যমান অন্ন অম্লভাবে বিদগ্ধ হইয়া আমাশয় হইতে ক্ষরিত হইলে তাহা হইতে স্বচ্ছ পিত্ত উদ্গত হয়। তাহার পর অন্ন অগ্নি দ্বারা শুষ্ক হইয়া পক্বাশয়ে উপস্থিত এবং পরিপিণ্ডিত ও বিষ্ঠাকারে পরিণত হইলে তাহার কটুরস হইতে বায়ুর উৎপত্তি ঘটে। (১৪)

---

(১৩) শরীর দূষণাদ্দোষা ধাতবো দেহধারণাৎ
বাতপিত্তকফাজ্ঞেয়া মলিনী করণান্মলাঃ॥ শার্ঙ্গধরঃ।

(১৪) এবং রসমলায়ান্নমামাশয় মধঃস্থিতঃ।
পচত্যগ্নির্যথা স্থাল্যামোদনায়াম্বুতণ্ডুলম্॥

চরকের মতে অন্ন রস সমুৎপন্ন এই কফ পিত্ত ও বায়ু যদিও মলস্বরূপ, কিন্তু ইহারা ঠিক অন্নের কিট্ট নহে, অন্নের কিট্ট যাহা তাহাকে সাধারণতঃ বিণ্মূত্র কহে। অন্নসঞ্জাত রসেরও আবার কিট্ট আছে, সেই কিট্টের নাম কফ; এইরূপ রক্ত এবং কাহার কাহারও মতে রক্ত এবং মাংস এই উভয়ের কিট্টের নাম পিত্ত। (১৫)

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, রসের মল এবং রক্ত ও মাংসের মল যথাক্রমে কফ ও পিত্ত নামে অভিহিত। এই মল-কফ, এবং মল-পিত্ত শরীরের ভিতর সঞ্চিত হইয়া স্বপ্রমাণাধিক হইলেই শারীরিক ধাতু সকলকে মলিন করে। ধাতু বলিতে রক্ত মাংসাদি ছাড়া বাত পিত্ত শ্লেষ্মাকেও বুঝায়। এখন যদি বলা যায়, বাত পিত্ত শ্লেষ্মা আপন অস্তিত্বের দ্বারা আপনাকেই দূষিত করে, তাহা হইলেই মহা গোলযোগ বাধে। সুশ্রুত এই গোলযোগ নিরাকরণ করিবার উদ্দেশে বাত পিত্ত শ্লেষ্মার একটা ধাতুগত সুন্দর ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন। তাঁহার মতে গতি অর্থবোধক "বা" ধাতু হইতে বায়ু সন্তাপ অর্থবোধক "তপ" ধাতু হইতে পিত্ত, এবং আলিঙ্গনার্থবোধক শ্লিষ ধাতু হইতে শ্লেষ্মা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (১৬)

গতি অর্থবোধক বায়ু যেমন নিজেও গতিশীল তদ্রূপ ইহা অন্যকেও গতিশীল করে; জীবদেহের পিত্ত শ্লেষ্মাদি সমস্ত পদার্থই পঙ্গু, কেবল একা বায়ু তাহাদিগের নেতা হইয়া তাহাদিগকে স্থান হইতে স্থানান্তরে চালাইয়া লইয়া যায়। (১৭)

অন্নস্য ভুক্ত মাত্রস্য ষড় রসস্য প্রপাকতঃ।
মধুরাৎ প্রাক্ কফোদ্ভাবাৎ ফেণভূত উদীর্য্যতে॥
পরন্তু পচ্যমানস্য বিদগ্ধস্যাম্ল ভাবতঃ।
আশয়াচ্চ্যবমানস্য পিত্তমচ্ছদীর্য্যতে॥
পক্বাশয়ন্তু প্রাপ্তস্য শোষমানস্য বহ্নিনা।
পরিপিণ্ডিত পক্বস্য বায়ুঃ স্যাৎ কটুভাবতঃ॥ চরকঃ

(১৫) কিট্টমন্নস্য বিণ্মূত্রং রসস্য চ কফোঽসৃজঃ।
পিত্তং মাংসস্য চ মলো, মলঃ স্বেদস্তু মেদসঃ॥

(১৬) তত্র বা গতিগন্ধনয়োরিতি ধাতুঃ তপ সন্তাপে শ্লিষ আলিঙ্গনে।
এতেষাং কৃদ্বিহিতৈঃ প্রত্যয়ৈর্বাতঃ পিত্তং শ্লেষ্মেতি চ রূপাণি ভবন্তি—সুশ্রুতসংহিতা।

(১৭) পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ।
বায়ুনা যত্রনীয়ন্তে তত্র গচ্ছন্তি মেঘবৎ॥

ফল কথা জীবশরীরে বায়ুই একমাত্র শক্তি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শক্তির যে সংজ্ঞা আছে "পিত্তংপঙ্গু" প্রভৃতি শ্লোকের দ্বারা বায়ুরও ঠিক সেইরূপ গতিমত্তা সংজ্ঞা নির্ণীত হইতে পারে। (১৮)

চরক স্পষ্টই বলিয়াছেন, বায়ুই জীবশরীরের যাবতীয় চেষ্টার প্রবর্ত্তক। ইহা শরীরতন্ত্র এবং শরীর যন্ত্রের সামঞ্জস্য (cor-relation) সমাধান করিতেছে। (১৯)

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ জীবশরীরে যাহাকে প্রাণবায়ু বলিয়াছেন, মহাভারত গ্রন্থ সেই প্রাণ বায়ুকে বিদ্যুদগ্নি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (২০)

সুতরাং ভুক্তান্ন সঞ্জাত মলভূত বায়ু বিদ্যুদগ্নি স্বরূপ, ইহা কথনই সম্ভবপর নহে। মলভূত বায়ু ভিন্ন, ধাতুভূতবিদ্যুদগ্নিস্বরূপ অন্য একরূপ বায়ু যেমন জীবদেহ যন্ত্রের পরিচালনা করিতেছে, সেইরূপ মলভূত পিত্ত ভিন্ন, অগ্নি বা উষ্মা স্বরূপ ধাতুভূত সন্তাপ, প্রজ্বলিত হুতাশনের মত, এই জীব-দেহকে নিরন্তর শীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে; একদণ্ডে এক মুহূর্ত্তে এই দহন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া জীবদেহ নিঃশেষিত হইয়া যাইত, কিন্তু মলভূত শ্লেষ্মা ভিন্ন, ধাতুভূত অন্য একটি আপ্যগুণাবলম্বী আপ্যগুণবহুল সত্বা, বা অগ্নির বিপরীতার্থকরী একটা অপরিনমনীয় (unutilitisible) আমরস, দহ্যমান নিরাম রসের অনুসঙ্গী থাকিয়া পদে পদে এই দহন কার্য্যের বাধা উৎপন্ন করিতেছে। স্থূল কথা ধাতুভূত বুভুক্ষিত পিত্ত যেমন জীবদেহকে একদিকে

বায়ুঃ পিত্তং কফো দোষা ধাতবশ্চ মলা মতাঃ।
তত্রাপি পঞ্চধা খ্যাতাঃ প্রত্যেকং দেহধারণাৎ॥
পবনস্তেষু—বলবান্ বিভাগ করণাম্মতঃ
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতো রুক্ষোলঘুশ্চলঃ। শাঙ্গর্ধরঃ।

(১৮) Force may be defined as that which tends to produce motion in a body at rest, or to produce change of motion in a body which is moving."—*Daschanel.*

(১৯) বায়ুস্তন্ত্রযন্ত্রধরঃ প্রবর্ত্তকশ্চেষ্টানাম্।—চরকসংহিতা।

(২০) প্রাণনাচ্চেব ভূতানাং প্রাণ ইত্যভি ধীয়তে॥
প্রেরয়ত্যভ্রসংঘা তান্ ধূমজাংশ্চোষ্মজাংশ্চযঃ।
প্রথমঃ প্রথমে মার্গে প্রবহো নাম যোহনিলঃ॥
অম্বরে স্নেহমভেত্য তড়িদ্ভশ্চোত্তমদ্যুতিঃ। মহাভারতম্ শাং ঔ।

পোড়াইতে চেষ্টা করিতেছে, ধাতুভূত শ্লেষ্মা সেইরূপ স্নেহালিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়া জীবশরীরকে জলাভিসিঞ্চনে সংরক্ষা করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। উপযুক্ত ইন্ধন পাইলে অগ্নিস্বরূপ পিত্ত আর স্বদেহে—নিজ বাসগৃহে আগুন জ্বালাইয়া দেয় না, ইন্ধনকেই দগ্ধ করিতে থাকে, ইহা জানিয়া বুঝিয়া বুদ্ধিমান জীব আহিতাগ্নি হইয়া আহার্য্য বস্তুর হোমের দ্বারা অগ্নিকে সন্তুষ্ট রাখিতে দিবানিশি যত্ন করিতেছে। এত যে চংক্রমণ, এত যে চেষ্টা, সমস্তই সমিৎ আহরণের জন্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীবের যতরূপ চেষ্টা আছে, সকলেরই মূলে বায়ু, বায়ুর অকার্য্য কিছুই নাই;—ফুৎকার দিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু নিভাইবার চেষ্টাও তাহার যথেষ্ট! আপনি ঘাড়ে করিয়া যেখানে যত জল আছে সে যদি টানিয়া না আনিত, তাহা হইলে জীব সমস্ত দিন ধরিয়া ইন্ধন যোগাইয়াও সে জ্বালা কখনই সাম্যভাবে রাখিতে সক্ষম হইত না।

এই জন্যই পূর্ব্বে বলিতে বাধ্য হইয়াছি, জীবশরীরযন্ত্রের সামঞ্জসীভূত ক্রিয়া (অর্থাৎ cor-relative function) ধাতুভূত বায়ুর দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে; শরীরযন্ত্রের উপাদান সংগঠন এবং তাহার ক্ষয় ধাতুভূত পিত্তের ইতিহাসের (অর্থাৎ metabolismএর) সহিত জড়িত; পুনশ্চ প্রজ্বলিত ক্ষয়োন্মুখ যন্ত্রকে এক দণ্ডে, এক মুহূর্ত্তে, বিনষ্ট হইতে না দেওয়া যাহার আয়ত্তাধীন (অর্থাৎ জীবদেহে যাহা নিরাম রসের জনক স্বরূপ হইয়া আমরসরূপ জল এবং ইন্ধনের কার্য্যের দ্বারা (by acting as moisture and fuel) বুভুক্ষিত হুতাশনকে (the process of combustion) সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা প্রদান করিতেছে। সেই ধাতুভূত শ্লেষ্মাও শরীর পোষণের (অর্থাৎ sustentative functionএর) একটা শ্রেষ্ঠতর সহকারী। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে Sustentative function বা শরীর পোষণের যে অংশে digestion ও absorption of food এবং metabolism অর্থাৎ পাচকাগ্নি এবং ধাত্বগ্নির ক্রিয়া বিদ্যমান, তাহার সাধারণ নাম পিত্ত, অগ্নি বা উষ্মা; আর unutilitisible portion of food এবং তাহার mechanical utility অর্থাৎ প্রীণন, স্নেহন, সংরক্ষণ প্রভৃতি ধর্ম্ম, sustentative functionএর বা শরীর পোষণ ক্রিয়ার যে অংশে অবস্থিত তাহার সাধারণ নাম শ্লেষ্মা। Sustentative

function বা শরীর পরিপোষণের ইতিহাসে, circulation of blood বা নিরাম রসের পরিচালন পিত্তাভিমুখী) আর circulation of lymph বা আমরসের পরিচালন শ্লেষ্মাভিমুখী। এই উভয় ক্রিয়ার সম্মিলিত কার্য্যের সাধারণ নাম Sustentative function.

তৃতীয় অধ্যায়।

অগ্নি।

বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মার ধাতুগত অর্থ বিচার করিয়া বুঝা গেল, শরীরচর বায়ু এবং বাহ্য ও অন্ত্রস্থিত ভুক্তান্ন সমুৎপন্ন বায়ু ভিন্ন পদার্থ, একটি বিদ্যুদগ্নির মত শক্তি বিশেষ, অপরটি শরীরের বাধাকর বাষ্প বিশেষ। বায়ুর ন্যায় পিত্ত সম্বন্ধেও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে একটু বিচারপরতন্ত্র হইতে হইয়াছে। সুশ্রুতাচার্য্য আত্রেয় সম্প্রাদয়স্থিত চিকিৎসকদিগকে পিত্ত সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, জীব শরীরে পিত্ত ব্যতিরেকে কি অন্য কোন স্বতন্ত্র অগ্নি আছে না পিত্তই অগ্নি ? (২১)

এই প্রশ্নর উত্তরস্বরূপ ধন্বন্তরি সম্প্রদায় বলেন, পিত্তের ক্রিয়ায়ও যখন অগ্নির ন্যায় দহন ও পচনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যাইতেছে, বিশেষতঃ অগ্নি স্বভাব দ্রব্যের দ্বারা, যখন পিত্ত বৃদ্ধি করা যায় এবং তাহার বিপরীত গুণযুক্ত শীত ক্রিয়ার দ্বারা যখন পিত্তের হ্রাস হয়, তখন পিত্তকে অগ্নি বলিতে আর দোষ কি ? পিত্ত ও অগ্নি এক না হউক ইহা অগ্নিবৎ কোন নির্ব্বিশেষ পদার্থ ; শরীরে অগ্নি বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু আর নাই (২২)।

পচন ও দহন বলিতে ভুক্তান্নের পাক হইতে আরম্ভ করিয়া ধাতুর বিদাহ (disintegration of tissues) পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াই বুঝায় ;

---

(২১) তত্র জিজ্ঞাস্যং কিং পিত্ত ব্যতিরেকাদন্যোঽগ্নিঃ
আহোস্বিৎ পিত্তমেবাগ্নিঃ ইতি—সুশ্রুত-সংহিতা।

(২২) অত্রোচ্যতে—ন খলু পিত্তব্যতিরেকাদন্যোঽ গ্নিরুপলভ্যতে,
আগ্নেয়ত্বাৎ পিত্তে দহন
পচনাদিষ্বভিনির্বর্ত্তমানেঽগ্নিবদুপচারঃ—
ক্রিয়তেঽন্তরগ্নিরিতি। ক্ষীণে হ্যগ্নি গুণে
তৎ সমান দ্রব্যোপযোগাদতি প্রবৃদ্ধে শীত
ক্রিয়োপযোগাদাগমাচ্চ পশ্যামো নখলু
পিত্ত ব্যতিরেকাদন্যো গ্নিরিতি—সুশ্রুতসংহিতা।

এমন কি ডল্লনাচার্য্য বলেন, রূপ দর্শনাদি ক্রিয়াও এই পচন ও দহন কার্য্যের আনুষঙ্গিক ঘটনা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যাহাকে anabolism এবং katabolism বলিয়াছে সেই বৃহৎ শারীরিক ব্যাপার, অর্থাৎ ভুক্তান্নের ধাতু রূপে পরিণতি এবং সেই ধাতুর পুনরায় বিদাহ ও বিনাশ সুশ্রুতের মতে সমস্তই পিত্তান্তর্গত ক্রিয়া। কিন্তু ঐ ক্রিয়া কিরূপ প্রকারে সম্পন্ন হয়, তাহা সুশ্রুতাচার্য্য স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া কেবল মাত্র বলিয়াছেন "কোন অদৃষ্ট হেতু বশতঃ" "তচ্চাদৃষ্টহেতুকত্বেন"। ডল্লনাচার্য্য এই "অদৃষ্টহেতুকত্বেন" পদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, প্রাক্তন কর্ম্মফলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ধন্বন্তরি সম্প্রদায় আপনাদিগের মত পরিপোষণের জন্য যাহাই বলুন না কেন, আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌গণ স্পষ্টই বলিয়াছেন, জীবদেহে অগ্নির পরিমাণ তিল বা যব প্রমাণ, (২৩) এবং পিত্তের পরিমাণ পাঁচ অঞ্জলি (২৪)

যখন তাঁহারা অগ্নি এবং পিত্তের পরিমাণ এইরূপ মাত্রা ধরিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তখন আর কখনই বলিতে পারেন না "পাঁচ অঞ্জলি পিত্ত" ও "যব প্রমাণ অগ্নি" একই বস্তু।

চরকসংহিতা যাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, পুরাকালে ঋষিগণ কোন একটি নৈসর্গিক নিস্তব্ধতার ক্রোড়ে সমাসীন হইয়া, পাঁচ সাত জনে, আয়ুর্ব্বেদীয় তত্ত্ব আলোচনা করিতেন; আধুনিক সভ্য জাতির মত তাঁহাদের সভা ছিল, সভাপতি ছিল, তর্ক বিতর্ক ছিল এবং সভাপতির মীমাংসাই শেষ মীমাংসা বলিয়া সকলেই শিরোধার্য্য করিতেন। তর্ক বিতর্কের সময় একজন আর একজনের ভ্রম দেখাইতে ছাড়িতেন না। আমরা এখন যে ঋষিবাক্য সন্ত্রাসের সহিত, সম্ভ্রমের সহিত, ভ্রম বলিয়া বুঝিয়াও অভ্রান্ত বলিতে সমুৎসুক হই, আমাদের মনে রাখা উচিত, সেই ঋষিগণ আপনারাই পরস্পরকে নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; এক-জনকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে আপনার গৌরব বৃদ্ধি হইল মনে করিতেন। বাঘের সহিত বাঘের লড়াই কোন নিন্দার নহে, কিন্তু আমরা

(২৩) স্থূলকায়েষু সত্ত্বেষু যব মাত্র প্রমাণতঃ—রস প্রদীপঃ।

(২৪) পঞ্চ পিত্তস্য—চরক সংহিতা।

সে দিকে যতই দৃষ্টি নিক্ষেপ না করি আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল। সেই জন্য বলিতেছি, ধন্বন্তরি ও আত্রেয় সম্প্রদায়ের "কিংপিত্ত ব্যতিরেকাদন্যোঽগ্নি অহোস্বিৎ পিত্ত মেবাগ্নি ?" এই প্রশ্নের কোন মীমাংসায় যোগ না দিয়া মাঝামাঝি ধরিয়া লই—যব প্রমাণ অগ্নি পাঁচ অঞ্জলি পিত্তেরই একটি অংশ; অর্থাৎ পাঁচ অঞ্জলি পিত্তের ভিতর, যব পরিমাণ, অগ্নি ধর্ম্ম, এমন একটা পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহার গুণে বা যাহার বলে, পিত্ত দহনপচনে সিদ্ধহস্ত হইয়াছে; এই যব প্রমাণ পদার্থের এমনই শক্তি যে আপনি বিকৃত না হইয়া রাশিকৃত চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় জীর্ণ করিয়া রসরূপে পরিণত করে। ভাব মিশ্র বলিয়াছেন, যেমন গুড়, মউলফুল, বুব্বূল ত্বক প্রভৃতি হইতে মদিরা প্রস্তুত হয়, সেইরূপ ভুক্তান্ন এই অগ্নির সংস্পর্শে বিকৃত হইয়া রসে পরিণত হয় (২৫)

গুড়, মউল ফুল প্রভৃতি হইতে কি করিয়া মদিরা জন্মে, জিজ্ঞাসা করিলে, যিনি দেখেন নাই, তিনি বলিবেন "কোন অদৃষ্ট হেতু বশতঃ", আর যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনি বলিবেন, ইহার ভিতর "কিণ্ব" নামক এমন একটা সুরাবীজ সংযোজিত হয় যাহার পরিমাণ অতি অল্প হইলেও দেখিতে দেখিতে তাহা গুড়কে মদিরায় পরিণত করিয়া ফেলে, অথচ ইহা নিজে অপরিবর্ত্তিত থাকে। অগ্নি যেমন নিজে অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া তণ্ডুলাদি পদার্থকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয় সেইরূপ এই কিণ্বও ঠিক অগ্নির অনুরূপ কোন পদার্থ হইবে, কেবল বিশেষ ইহাতে অগ্নির মত দাহিকাশক্তি নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই অগ্নিকল্প পিত্তান্তর্গত ক্ষুদ্র পদার্থকে enzymes, ferment বা উষ্মা এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। (২৫)

---

(২৫) সম্যক পক্বস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতোরসঃ।
"সারো" যথা গুড় মধুক পুষ্প বুর্ব্বূলত্বগ্‌দরী
মূলাদি জবঃ সারো মদিরা—ভাবমিশ্রঃ।

'The characteristic constituents of the several 'juices, which are specially concerned with the chemical changes of the alimentary canal are certain so-called unorganized ferments which we shall, following the suggestion of kuhne, denominate enzymes. Like all ferments these are capable, under suitable circumstances of initiating specific changes in

এখন যদি স্বীকার করা যায় যে, পিত্তান্তর্গত যব প্রমাণ অগ্নি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের enzymes বা কিণ্ব জাতীয় পদার্থ, তাহা হইলে ধন্বন্তরি ও আত্রেয় এই উভয় সম্প্রদায়ের অধিকৃত মতের ভিতর বিবাদের কোন হেতুই বর্ত্তমান থাকে না। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ধাত্বগ্নি নামে অভিহিত যে সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব বিশেষভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে, fibrinogen, trysinogen, inogen, apheterএর অস্তিত্বের মত তাহাও একবারে আকাশ-কুসুম হইতেছে না। (২৬)

অরুণ দত্ত বলেন, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মত যে ধাত্বগ্নি কেবল সাতটি নহে; শরীরের প্রত্যেক উপাদানের যখন বিভিন্ন কার্য্য সুনির্দ্দিষ্ট আছে, তখন প্রত্যেক উপাদানের ভিতর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধাত্বগ্নির বিদ্যমানতা স্বীকার করা উচিত। মানব শরীরে সাত শত শিরা আছে, পাঁচ শত পেশী আছে, ধাত্বগ্নিও সেইরূপ সাত শত এবং পাঁচ শত হইবে। যত উপাদান তত ধাত্বগ্নি; আমার হৃদয়ের মাংসপেশী আমার পায়ের মাংসপেশীর সহিত সমান ক্রিয়াপরায়ণ নহে, এই কারণে ফষ্টর সাহেব

---

certain bodies with which they are brought into contact—changes which may be incommensurably great when contrasted with the magnitude of the mass of ferment engaged.

The enzymes appear to possess the power of rapidly inducing at the temperature of the animal body, in bodies subjected to them, similar chemical operations to those which can be brought about with great slowness by prolonged heating with dilute mineral acids or by the prolonged action of boiling water or superheated steam. These operations are of the nature of hydrolytic decomposition, that is to say such as are connected with the union of the element of water with the decomposing body.—*Encyclopædia Britannica on the subject of Physiology.*

(২৬) এবং পাঞ্চভৌতিকা অগ্নয়ঃ, এক উদরাগ্নিঃ
সপ্ত ধাত্বগ্নয়ো বক্ষ্যমাণা ইতি ত্রয়োদশাগ্নয়ঃ।
ননু পার্থিবাদ্যংশাভিঃ পকস্য পুনর্ধাত্বংশাভিঃ
পাকঃ ধাতুনামপি পঞ্চভৌতিকত্বাৎ
তত্রাপি পার্থিবা দ্যংশভাবঃ। তৈশ্চ
পার্থিবাদ্যংশাভিঃ পুনঃ পাকঃ, ইত্যেবমষ্টাদশ প্রাপ্নুবন্তি অগ্নয়ঃ।

বলিয়াছেন, স্মিথের হস্তস্থিত মাংসপেশীগত ধাত্বগ্নি জোনের হস্তস্থিত পেশীগত ধাত্বগ্নি এক নহে। (২৭)

---

(২৭) These facts and other considerations which might be brought forward lead to the tentative conception of protoplasm as being a substance (if we may use the word in a somewhat loose sense) not only unstable in nature, but subject to incessant change, existing indeed as the expression of incessant molecular, that is, chemical and, physical change, very much as a fountain is the expression of an incessant replacement of water. We may picture to ourselves this total change which we denote by the term "metabolism" as consisting on the one hand of a downward series of chang (katabolic changes) a stair of many steps in which more complex bodies are broken down with the setting free of energy into simpler waste bodies and on the other hand of an upward series of changes (anabolic changes) also a stair of many steps, by which the dead food of varying simplicity or complexity is, with the further assumption of energy built up intomore and more complex bodies. The summit of this double stair we call "protoplasm" whether we have right to speak of it as a single body, in the chemical sense of that word or as a mixture in some way of several bodies whether we should regard it as the very summit of the double stairs or as embracing as well as the topmost steps on either side, we can not at present tell. Even if this be a single substance forming the summit its existence is absolutely temporary; at one instance it is made at the next it is unmade matter which is passing through the phase of life rolls up the ascending steps to the top and forthwith rolls down on the other side. * * *

Further the dead food itself fairly, but far from being wholly stable in character, becomes more and more complex living material. It becomes more and more explosive and when it reaches the summit its equilibrium is overthrown and it actually explodes. The whole downward stair of events seems in fact to be a series of explosions by means of which the energy latent in the dead food and augmented by the touches through which the dead food becomes living protoplasm, is set free. Some of those freed energy is used up again by the material itself, in order to carry on this same vivification of dead food, the rest leaves the body as heat or motion.

If this be admitted, it almost inevitably follows, that what we have called protoplasm, can not be always the same thing; that there must

ছান্দোগ্য ভাষ্যের টীকাকার পিত্তকে স্পষ্টই সৌরতেজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (২৮)।

বাস্তবিকই আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের বিশ্বাস যে, সৌরতেজ পৃথিব্যাদি ভূত সমূহে অদৃশ্য ভাবে সঞ্চিত থাকে, তাহাই "ভূতাগ্নি" রূপে মুক্তিলাভ করিয়া, "জঠরোষ্মা" সমুৎপন্ন করে ; ভূতাগ্নি, উদরাগ্নি যেমন সৌরতেজ, তদ্রূপ ধাত্বগ্নিও সৌরতেজ ; ইহারা "পঙ্গুবৎ" শরীর ও শারীর ধাতুর অভ্যন্তরে অবস্থান করে ; বায়ু ইহাদিগকে উন্মুক্ত এবং ক্রিয়াশীল করিয়া দেয়। (২৯)

বায়ু বলিতে এখানে বিদ্যুদগ্নি স্বরূপ প্রাণ বায়ুকেই বুঝিতে হইবে। মহাভারতের এক স্থানে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে "অগ্নি প্রাণিগণের মস্তকে

---

be many varieties of protoplasm with different qualities and with correspondingly different molecular structure and composition.

Using the word "protoplasm" in this sense it is obvious that the varieties of protoplasm are numerous indeed almost innumerable. The muscular protoplasm which brings forth a contractile katastate must differ in nature, in composition, that is, in construction from glandular protoplasm where katastate is a mother of ferment. Further the protoplasm of a swiftly contracting striped muscular fibre must differ from that of the torpid smooth unstriated fibre ; the protoplasm of a human muscle must differ from that of a sheep or a frog, the protoplasm of one muscle must differ from that of another muscle, in the same kind of animal, and the protoplasm of Smith's biceps must differ from that of Jone's—*Foster.*

অস্থ্নে ত্বেবমাহুঃ এতে ত্রয়োদশাগ্নয়ঃ
তথা সপ্তসু শিরাশতে সপ্তোঽগ্নি শতানি
পঞ্চসু মাংসপেশীশতেষু চ পঞ্চাগ্নি শতানীতি—অবশদত্তঃ।

(২৮) পিত্তাখ্যং সৌর তেজঃ—ছান্দোগ্যভাষ্য টীকা।

(২৯) দধ্নঃ সৌম্য! যথা মথ্যমানস্য যোঽণিমা
স ঊর্দ্ধ্বঃ সমুদীষতি এবমেব খলু সৌম্য!
অন্নস্যাশ্যমানস্য—ছান্দোগ্যম্।
অন্নস্য ওদনাদেরশ্যমানস্য ভুজ্যমানস্য
ঔদর্য্যোণাগ্নিনা বায়ু সহিতেন খজেন ইব
মথ্যমানস্য—ছান্দোগ্যভাষ্যম্।

অবস্থান পূর্ব্বক শরীর রক্ষা এবং প্রাণবায়ু মস্তকস্থিত সেই অগ্নির সমভিব্যাহারে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। (৩০)

স্থূলতঃ বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, বিদ্যুদগ্নি স্বরূপ প্রাণবায়ু ইহা সকল সময়ে অগ্নির সহায়তা করে, এবং ধাতুগত ধাত্বগ্নি বা সৌর তেজকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তদ্দ্বারা ধাতু পোষণোপযোগী, সমীপবর্ত্তী রসকে পচনাদিক্রমে পরিপাক করাইয়া ধাতু রূপে পরিণত করে, এবং পরক্ষণে পূর্ব্বোক্ত রসপরিণত ধাতুকে দহনাদি ক্রমে বিশীর্ণ করিতে থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মার সান্নিধ্য প্রযুক্ত এক দণ্ডে এক দিনে পারে না (it acts as a deleterious substance) এইরূপে জীব শরীরে পচন দহন, মনন, রূপদর্শন, রঞ্জন, ভ্রাজন প্রভৃতি ক্রিয়া অহর্নিশ এক ভাবে সম্পন্ন হইতেছে।—ক্ষয় হইলেও ইহার ক্ষয় নাই;—বায়ু যোগাইতেছে, পিত্ত পোড়াইতেছে, শ্লেষ্মা রক্ষা করিতেছে। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন—

বিসর্গাদানবিক্ষেপঃ সোম সূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা॥ সুশ্রুতঃ (৩১)

---

(৩০) শ্রিতো মূর্দ্ধান মগ্নিস্তু শরীরং পরিপালয়ন্।
প্রাণো মূর্দ্ধনিচাগ্নৌ চ বর্ত্তমানো বিচেষ্টত॥
এবং হিহ ণ সর্ব্বত্র প্রাণেন পরিচাল্যতে। মহাভারতম্ শা ৮৫ অঃ।

(৩১) "And we may further suppose that a very similar katastate is manufactured by nervous protoplasm, and by its decomposition gives rise to nervous energy. This katastate is, as it were, the fuse or trigger whose action' fires the massive change of the muscular gun, and might receive the name of "apheter." or Katastate.

"The changes in the nerve-cells do not seem to differ fundamentally from those in the nerve-fibres (which indeed differ to a certain extent among themselves), and may like them, be regarded as one essentially to the decomposition of some katastate."

"We are thus led to the conception, that all over the body protoplasm is continually building itself up out of the pabulum supplied by food, and continually breaking down, giving rise in different tisses and different parts of the body to different katastates with different composition and different properties, the various activities of the body being the outcome of the various properties of the various katastatos."—*Foster.*

চতুর্থ অধ্যায়।

বায়ুর স্বরূপ নিরূপণ।

ভারতীয় ঋষিগণ অন্তঃস্থ বা শরীরচর বায়ু বলিয়া জীবদেহে বিদ্যুদগ্নিরূপ একটি বিশেষ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, লোকচর প্রবহ বায়ুর পর পারে শরীরচর বায়ু সূক্ষ্মভাবে জীবদেহে বিদ্যমান। এই বায়ুই নাড়ী সমূহের ভিতর তরঙ্গোৎপন্ন করিয়া জ্ঞান, পরিচালন, এবং পরিপোষণ এই ত্রিবিধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের nerve-forceএর মত একটি অজ্ঞেয় শক্তি নহে; যোগীরা যোগ বলে ইহাকে বিশেষ রূপে আয়ত্তে রাখিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি,তাঁহাদের বিশ্বাস ইহা বিদ্যুদগ্নি বা বিদ্যুদগ্নি সদৃশ কোন বিশেষ শক্তি হইলেও সূক্ষ্ম বায়ু এই উপাধিতে অভিহিত হইয়া জীবদেহেই চলাচল করিতেছে। ফলতঃ অন্তঃস্থ বায়ুর কার্য্য বলিয়া আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌গণ যে সকল শারীরিক ক্রিয়ার বর্ণনা করিয়াছেন, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা সেই সকল কার্য্যকেই nerve-forceএর ক্রিয়া বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের ইহাও বিশ্বাস যে এই সকল ক্রিয়া তাড়িৎ কিম্বা কোন তৈজস শক্তির অন্তর্গত শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইলেও ইহা এমন কোন বিশেষ শক্তি, যাহার নামকরণ তাঁহাদিগের ভাষায় আজিও স্পষ্ট হয় নাই, উপস্থিত প্রকাশ করিবার জন্য কেবল nerve-force এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। (৩২)

---

(৩২) The nerves may be regarded as conductors of a mode of energy, which for want of a better term, is termed nerve-force. The general results of measurements made by these methods is that the nerve current travels slowly compared with the velocity of electricity or of light. * * * The remarkable point is that the transmission of the nerve-current is slow and that events appearing to our consciousness instantaneously require a considerable time for their occurrence. It may be laid down as a general truth that all kinds of nervous actions even those considered as purely psychical require time.—*Encyclopædia Britannica—M. Kendrick on physiology.*

এইরূপ স্থলে nerve-force এবং অন্তঃস্থ বায়ু এক কিনা ইহা প্রমাণ করিতে না গিয়া যদি আমরা বলি, উপযুক্তভাব প্রকাশক শব্দের অভাবে ইহাকে অন্তঃস্থ বায়ু বলিয়া উপস্থিত স্বীকার করিতেছি তাহা হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যদি কোন দোষ না ঘটে, আমাদেরও কোন দোষ ঘটিতেছে না।

কিন্তু আমরা এই খানে নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, অন্তঃস্থ বায়ুকে nerve-force মনে করিয়া একটি সুন্দর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুযায়ী nervous system পরিনির্ম্মাণ করিয়া যদি প্রমাণ করিতে পারি যে আয়ুর্ব্বেদীয় নাড়ী চক্র বা বায়ু বিজ্ঞান ও nervous system এক পদার্থ, তাহা হইলে সুধীমণ্ডলী যেন বিচার করেন, এই অন্তঃস্থ বায়ুর কোন মৌলিকতা আছে কি না।

তন্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে, মানব শরীরে যে সমস্ত নাড়ী বর্ত্তমান আছে তাহার মধ্যে তিনটি প্রধানরূপে গণনীয়া। ইহাদিগের নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। সুষুম্না, নিম্নে পায়ুমার্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া উর্দ্ধে নাসা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। ইহা ঠিক পৃষ্ঠ দেশের মধ্যস্থিত হইয়া পৃষ্ঠ বংশের অভ্যন্তর ভাগ অধিকার করিয়া আছে (৩৩)।

এই নাড়ীর বাম পার্শ্বে ইড়া এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা ধনুর্বক্রাকারে নিম্নে মেঢ্রদেশ হইতে উর্দ্ধে নাসা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। (৩৪)

---

(৩৩) কন্দস্য মধ্যমে গার্গি সুষুম্না চ প্রতিষ্ঠিতা।
পৃষ্ঠমধ্যে তু তেনাস্থ্না সহমূর্দ্ধ্নি ব্যবস্থিতা॥
মুক্তিমার্গে সুষুম্না সা ব্রহ্মরন্ধ্রেতি কীর্ত্তিতা॥
তয়োঃ পৃষ্ঠ বংশং সমাশ্রিত্য মধ্যে সুষুম্না স্থিতা ব্রহ্মরন্ধ্রং যাবৎ। প্রাণতোষণী।

The nervous system consists of the following parts; firstly of large masses of nervous matter within the bony cranium and spinal column and constituting the brain and spinal cord.

(৩৪) অব্যক্তা সাচ বিজ্ঞেয়া সুষুম্না বৈষ্ণবী স্থিতা।
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব তস্যা সব্যে চ দক্ষিণে।
ইড়া তস্যা স্থিতা সব্যে পিঙ্গলা চৈব দক্ষিণে।
অত্রেড়া বাম মুষ্কাধঃস্থা ধনুর্ব্বক্রা
বাম নাসা পর্য্যন্তং গতা এবং
পিঙ্গলা দক্ষিণাণ্ডাধঃ স্থা ধনুর্বক্রা
দক্ষিণ নাসান্তং গতা পৃষ্ঠবংশান্ত
র্গতা সুষুম্না—প্রাণতোষিণী।

এই প্রধানা নাড়ীত্রয়ের মধ্যে সুষুম্না সর্ব্ব প্রধান; ইহা পঞ্চ পর্ব্বে বিভক্ত, এবং দ্বাত্রিংশৎ গ্রন্থি সমাযুক্ত। ইহার মধ্যমস্কন্দস্থিত চব্বিশটী গ্রন্থি হইতে দুই দুইটী তির্য্যগ্ গামিনী নাড়ী সমুৎপন্ন হইয়া শরীরের ঊর্দ্ধ অধঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। (৩৫)

মানব শরীর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তিনটী প্রধান স্কন্ধে বিভক্ত। ঊর্দ্ধ, মধ্যম ও অধঃ; সুতরাং দুই দুই তির্য্যগ গামিনী নাড়ী সংখ্যা চতুর্ব্বিংশ যুগ্ম ইহা বলায় কেবল মাত্র মধ্যম স্কন্ধের নাড়ী গুলি বুঝাইতেছে। অধঃস্কন্ধে গুদ ও বস্তি দেশ বাদ দিলে মধ্যম স্কন্ধের গ্রন্থি চতুর্ব্বিংশতি মাত্র হইতেছে। (৩৬)

Secondly of smaller masses of nervous* matter situated for the most part in the abdominal and thoracic cavaties but also in the neck and head and constituting what are known as sympathetic ganglia.

It consists of a double chain of ganglia and fibres which extend from the cranium to the pelvis along each side of the vertebral column and from which branches are distributed to the cerebro-spinal system and to other parts of the sympathetic system.

(৩৫) অস্থ্যাধারস্ত কঙ্কালমারভ্যগুদমূলতঃ
দ্বাত্রিংশজ্জ্ঞানবিজ্ঞয়ো গ্রন্থিনো
বর্দ্ধন্তে সদা তস্য মধ্যে সদা
সর্ব্ব নাড্য স্তত্র ব্যবস্থিতা।।
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়কা।
দ্বে দ্বে তির্য্যক্ গতে নাড্যৌ।—চতুর্বিংশতি সংখ্যয়া।।
মেরুদণ্ডেস্থিতা সর্ব্বে সূত্রে মণিগণাইব। প্রাণতোষিণী।

(৩৬) The spine consists in an adult of twenty six bones; in a young child of thirty three, certain of the bones in the spine of the child becoming ankylosed or blended with each other, in the adult. These blended bones lose their mobility and are called false vertebræ. Whilst those which retain their mobility are the true vertebræ. In man the formula is as follows—C-7 P-12 L-5 S 5 Coc4 = 33 bones as seen in the child. but the five sacral vertebræ fuse together into a single bone—the sacrum—and the four coccygeal into the single coccyx. Hence the sacrum and coccyx of the adult are the false, whilst the lumber dorsal and cervical are the true vertebræ.

গ্রন্থি বিষয়ে এইরূপ বিভিন্নতা আছে বলিয়া, এই স্থানে ইহা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, আর্য্য-শরীরতত্ত্ববিদগণ তাঁহাদিগের শারীর সংখ্যা অনেক সময়ে গর্ভস্থ শিশুর শরীর ব্যবচ্ছেদের দ্বারা ঠিক করিতেন, কেননা চরক সুশ্রুত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায় হইতে তাঁহাদিগের শরীর স্থানের বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে এবং এই বর্ণনার সময়ই ভগবান আত্রেয়, কুমারশিরা ভরদ্বাজ, কাঙ্কায়ন, বাহ্লীক, ভদ্রকাপ্য, ভদ্রশৌনক, বঁড়িশ, জনক, মারীচি, কশ্যপ, প্রভৃতি শরীরতত্ত্ববিদ্ ঋষিদিগের বিভিন্ন মত লিপিবদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং আচার্য্যদিগের মতদ্বৈধ থাকায় সংগ্রহ কর্ত্তাদিগের সংগ্রহ নির্দ্দোষ নহে। (৩৭)

যদিও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে মেরুদণ্ডকে সম্মুখ ও পৃষ্ঠ উভয় দেশ হইতে লক্ষ্য করিয়া ইহার পর্ব্ব বিভাগ করা হইয়াছে তত্রাপি সাধারণতঃ পৃষ্ঠ দেশের লক্ষ্যই প্রচলিত; আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পৃষ্ঠদেশ হইতে লক্ষ্য না করিয়া সম্মুখ দেশ হইতে বিভাগ স্থির করা হইয়াছে; সেই জন্য coccygeal, sacral, lumbar, dorsal এবং cervical এর পরিবর্ত্তে ইহাতে, গুদ্ বস্তি, নাভি বক্ষ, কণ্ঠ ও তালু এইরূপ পঞ্চ পর্ব্বের পঞ্চ নাম উক্ত আছে। ফল কথা, নাভি বলিতে যে কেবল মাত্র navel বুঝাইবে ইহা নহে, সমস্ত abdominal region প্রকাশ করা ইহার উদ্দেশ্য। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদে গুদ বলিতে coccygeal, বস্তি বলিতে pelvic, নাভি বলিতে abdominal বক্ষ বলিতে thoracic, কণ্ঠ ও তালু বলিতে cervical region বুঝাইবে। (৩৮)

পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্ব্বিংশতি যুগ্ম নাড়ী ব্যতীত এই বিভাগানুযায়ী—

নাভে সকাশাজ্জায়ন্তে নাড্যঃ ক্ষেত্র প্রপোষিকাঃ

---

(৩৭) পূর্ব্বমুক্তমেতদ্‌গর্ভাবক্রান্তৌ

যথায় মন্তিনির্বর্ত্ততে কুক্ষৌ

যচ্চাসা যদা সন্তিষ্ঠতেঽঙ্গজাতম্।

বিপ্রতিপত্তি বাদাস্তত্র বহুবিধাঃ সূত্রকারিণা মৃষিণাং সন্তি।

(৩৮) ' In the vertebrata the bones of the spine are arranged in groupes which may be named from their position—vertebræ of the neck or cervical, of the chest dorsal or thoracic, of the loins lumbar, of the pelvis sacral, of the tail coccygeal, or caudal.

অর্থাৎ নাভি সকাশ হইতে ক্ষেত্র প্রপোষিকা নাড়ী সকল উৎপন্ন হয়, এইরূপ বলায় নাভি অর্থে navel মনে না করিয়া যদি আমরা abdominal region মনে করি, তাহা হইলে Lumber region সংযুক্ত sympathetic বা ইড়া ও পিঙ্গলার অংশ গুলি বিশেষ ভাবে ক্ষেত্র প্রপোষিকা হইতেছে। কেন না, পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিংশতি সংখ্যা নাড়ীর অধিকাংশই ক্ষেত্র প্রপোষিকা নহে, তাহারা ধ্যান জ্ঞানাদির সাহায্য করে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। (৩৯)

এই নাড়ী সকলের মধ্যে যে সকল নাড়ী মূর্দ্ধগ তাহারাই বিশুদ্ধ চৈতন্য-প্রদা; ইহারাই ইন্দ্রিয় দ্বার আবৃত করিয়া থাকে এবং ব্রহ্মরন্ধ্র (brain) সংযুক্ত। মোটা মুটি বলিতে গেলে—যে সমস্ত নাড়ী ক্ষেত্র প্রপোষিকা, তাহা যেমন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিভাগানুযায়ী, the pneumogastric or vagus nerves এবং the great sympathetic system (with which is included the vasomoter system of the nerves) এর সহিত সম্যক প্রকার সাদৃশ্য বহন করিয়া থাকে, সেইরূপ চৈতন্যপ্রদা নাড়ী যাহা,

---

(৩৯) নাভে সকাশাজ্জায়ন্তে নাড্যঃ ক্ষেত্র প্রপোষিকাঃ
ইতি নাভেঃ সকাশাদিতিশ্যদুক্তং
তৎ ক্ষেত্র প্রপোষিকা ইত্যনেন
রসরক্তাদি চালনেন শরীর
পুষ্ট্যর্থং নতু জ্ঞান ধ্যানাদ্যর্থং—বিশ্বসার।

The most practical and useful classification of the principal component parts of the nervous system is as follows—

1. The cerebro-spinal division (or nervous system of animal life.)

(a) The Encephalon (cerebellum and cerebrum)
(b) The spinal cord.
(c) The cerebral and spinal nerves.

2. The organic division (or nervous system of vegetative life).

(a) The pneumogastric or vagus nerves.
(b) The great sympathetic system (with which is included the vasomoter system of nerves)

তাহার সহিত (a) The encephalon (cerebrum and cerebellum) (b) The spinal cord, (c) The cerebral and spinal nervesদিগের নৈকট্য অতিশয় দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত জ্ঞানভাষ্যে লিখিত হইয়াছে, ইড়া ও পিঙ্গলার দুইটী শেষ গ্রন্থি, দুই নাসিকার ঘ্রাণ বোধ উৎপন্ন করে, এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ ও বাম চক্ষুর ভিতর যে নাড়ীদ্বয় বর্ত্তমান আছে তাঁহাদের নাম যথাক্রমে গান্ধারি ও হস্তিজিহ্বা, তদ্রূপ দক্ষিণ ও বাম কর্ণের দুই নাড়ীর নাম পুষা ও যশস্বিনী। রসনেন্দ্রিয় পরিপোষক যে নাড়ী আছে এবং যাহাদিগের দ্বারা আস্বাদন বোধ হয় তাহাদের সাধারণ নাম অলম্বুষা। এতদ্ব্যতীত আর দুইটী নাড়ী আছে তাহাদের একের নাম কুহু, লিঙ্গমূলে অবস্থিত, আর একটীর নাম শঙ্খিনী, শিরসোপরি বিদ্যমান। (৪০)

কুহু ও শঙ্খিনীকে ছাড়িয়া দিলে অবশিষ্ট সপ্ত নাড়িকার মধ্যে তিন জোড় নাড়ী, তিনটি ইন্দ্রিয় দ্বার আবৃত করিয়া বর্ত্তমান আছে, আর অলম্বুষা নামে যাহা বদন বিবরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আস্বাদন বোধ উৎপন্ন করিতেছে তাহা কয়েকটী নাড়ীর সমষ্টি। এই সকল নাড়ীর যে অংশে জিহ্বার গতি অনুশাসিত হয় তাহা চৈতন্যপ্রদার অন্তর্ভুক্ত নহে, পরিচালন গুণ বিশিষ্ট নাড়ীর অন্তর্ভুক্ত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত সপ্ত নাড়িকাই ঠিক বিশুদ্ধ cerebral—sensory nerves. যদিও কাহার কাহার মতে cerebral nervesএর সংখ্যা ১২ জোড়, কাহারও মতে ৯ জোড়, কিন্তু তটস্থ হইয়া বিচার করিলে এই ১২ জোড়, কিম্বা ৯ জোড় নাড়ীর ভিতর তিন প্রকার শ্রেণীভেদ আছে। ১ম, বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রদা নাড়ী;

---

(৪০) ইড়া চ বাম নাসায়াং দক্ষিণে পিঙ্গলা মতা
সুষুম্না ব্রহ্মরন্ধ্রে্তু গান্ধারী বামচক্ষুষি
দক্ষিণে হস্তিজিহ্বা চ, পুষা কর্ণেঽথ দক্ষিণে
বামে যশস্বিনী জ্ঞেয়া মুখে চালম্বুধা মতা
কুহুশ্চ লিঙ্গমূলে স্যাৎ শঙ্খিনী শিরসোপরি
এবং দ্বারং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি দশ নাড়িকা।

২য়, বিশুদ্ধ অঙ্গ সঞ্চালক নাড়ী অর্থাৎ ঠিক সেই সকল নাড়ী যাহাদিগের কেবল মাত্র পরিচালন শক্তি আছে; ৩য়, যাহাতে জ্ঞান ও পরিচালনা উভয় শক্তিই বিদ্যমান আছে। (৪১)

প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ঠিক বিশুদ্ধ চৈতন্যপ্রদা নাড়ী, যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারাবৃত করিয়া বিদ্যমান আছে, তাহা যেমন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে

(a) Olfactory nerves of smell.

(b) Optic nerves of sight.

(c) Auditory nerves of hearing.

এই তিন জোড় এবং gustatory nerves এই সপ্তবিধ, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইড়া ও পিঙ্গলার শেষ গ্রন্থি বা সীমা ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্বরূপ; গান্ধারী ও হস্তিজিহ্বা, যাহা চক্ষুস্থিত, তাহা দর্শনেন্দ্রিয় স্বরূপ; পূষা এবং যশস্বিনী যাহা কর্ণস্থিত, তাহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়স্বরূপ এবং অলম্বুষা রসনেন্দ্রিয়-স্বরূপ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের motor nerves, যাহার অধিকাংশই চক্ষুর উন্মীলন নিমীলনের সাহায্য করে; ষ্ঠীবন, ক্ষবথু, উদ্গার ও নিশ্বাস বহির্গত করায়, অন্ন উদর মধ্যে প্রবেশিত করায়, যাহা বাক্ প্রবর্ত্তনের সাহায্য করে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তাহাদিগকে বিভিন্ন নামে অভিহিত না করিয়া কেবল বলিয়াছেন, এই সমস্ত ক্রিয়া ব্যান বায়ুর কার্য্য অর্থাৎ এই সমস্ত নাড়ী

---

(৪১) According to their several functions, the cranial nerves may be thus arranged.

(*a.*) Nerves of special sense,—Olfactory, Optic, Auditory, Part of the glossopharyngeal and part of the fifth.

(*b*) Nerves of common sensation,—The greater part of the fifth.

(*c*) Nerves of Motion,—Third, fourth, lesser division of the fifth.

(d) Mixed nerves,—glossopharyngeal, vagus and spinal accessory

—*Kirke's Physiology.*

যখন এক ধর্ম্মাবলম্বী, তখন প্রত্যেকের নাম উল্লেখ না করিয়া কেবল "ব্যান" এই সংজ্ঞায় অভিষিক্ত করিলে ক্ষতি নাই। (৪২)

Mixed nerves বা মিশ্রিত নাড়ীর যে অংশ অর্থাৎ trifacial এবং glossopharyngealএর যে অংশ রসনেন্দ্রিয়ের দ্বার স্বরূপ, তাহাদিগের সাধারণ নাম অলম্বুষা, কিন্তু ইহার অন্য অংশ যাহাতে চর্ব্বনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহা ব্যান সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, কেননা ইহাদিগের কার্য্য কেবল পরিচালন। (৪৩)

---

(৪২) ব্যানো হৃদি স্থিতঃ কৃৎস্ন দেহ চারী মহাজবঃ
গত্যবক্ষেপণোৎক্ষেপ নিমেষোন্মষাদিকাঃ
প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্।

বাগ্‌ভটঃ সূত্রস্থানম্ ১২ অঃ।

Motor nerves—

(a) Oculo-motor—the principal nerve of supply for the muscels of the eye-ball.

(b) Trochlear—the nerve for the superior oblique muscle.

(c) Abducent—the nerve for the external rector.

(d) Portio dura—the nerve for the facial muscles of expression.

(e) Spinal accessory—the nerve which gives a motor root to the pneumogastric and supplies the sterno-mastoid and trapezius muscles.

(f) Hypoglossal—the nerve for the muscle of the tongue.

(৪৩) Mixed nerve—

(a) Trifacial, distributed to the muscles of mastication, the skin of the face, various mucous membrane and to the anterior and lateral surface of the tongue, where it may play the part of a nerve of the special sense of taste.

(b) Glossopharyngeal, distributed to the mucous membrane of the pharynx, to certain palato pharyngeal muscles and to the mucous membrane of the back of the tongue, where it acts as a nerve of the special sense of taste.

(c) The pneumogastric conjoined with the internal division of the spinal accessory is distributed to several muscles—mucous membrane and internal organs.

আয়ুর্ব্বেদোক্ত নাড়ী সম্বন্ধীয় বিবরণ হইতে একটা মোটামুটি এই ধারণা করা যাইতে পারে, যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে নাড়ী সমষ্টির ভিতর তিনটি প্রধান ক্রিয়া ও তজ্জনিত তিনটি প্রধান বিভাগ আছেঃ—

(১) জ্ঞানমূলা বা চৈতন্যপ্রদা নাড়ী যাহা সুষুম্না ও ব্রহ্মরন্ধ্র সংযুক্ত।

(২) পরিচালন শক্তি সম্পন্ন নাড়ী যাহা "ব্যান" এই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ। এই সকল নাড়ী ও সুষুম্না এবং ব্রহ্মরন্ধ্র সংযুক্ত।

(৩) ক্ষেত্র প্রপোষিকা বা পরিপোষণ শক্তি সম্পন্ন নাড়ী সমূহ যাহা রস রক্তাদি সঞ্চালনের দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন করিতেছে; অর্থাৎ এই সকল নাড়ীর জ্ঞান এবং পরিচালন শক্তি অপেক্ষা পরিপোষণ শক্তি অত্যন্ত তীব্র; অর্থাৎ ইহারা বিশেষ ভাবে ক্ষেত্র প্রপোষিকা। তবে ইহাদের ভিতর যে জ্ঞান ভাব কি পরিচালন ভাব একবারেই নাই ইহা নহে, অপেক্ষাকৃত অনেক দুর্ব্বল। (৪৪)

কিন্তু ক্ষেত্র প্রপোষিকা নাড়ী পুঞ্জের মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে; এই বিশেষত্বটি তন্ত্রকারগণ তাঁহাদিগের পুস্তকে অতি যত্নের সহিত প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্ষেত্র প্রপোষিকা নাড়ীর বিশেষত্ব এই যে, ইহারা অনেক গুলি একত্রিত হইয়া এক স্থানে একটি plexus বা চক্র বা পদ্ম সমুৎপন্ন করে; তন্ত্রকারদিগের গণনায়

---

(৪৪) ইতি নাভে সকাশাদিতি যদুক্তং
তৎ ক্ষেত্র প্রপোষিকা ইত্যনেন
রসাদি চালনেন শরীর পুষ্টার্থং
নতু জ্ঞানধ্যানাদ্যর্থং।

As a contribution towards the explanation of the nervous mechanism of nutrition comes in Gaskel's theory of *Katabolic and Anabolic nerves.* He supposes that every tissue is supplied with two sets of nerves * * * A Katabolic nerve stimulates the destructive metabolism which is constantly going on in a tissue. The anabolic is the exact opposite of the katabolic nerve in function. It subserves constructive metabolism.

—*Kirke's Physiology.*

যেরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় এই plexus বা পদ্ম সকল সংখ্যায় ছয়টী মাত্র। কাহারও কাহারও মতে এই ৬টি ব্যতীত আরও তিনটী চক্র আছে, যাহা ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র সংযুক্ত হইয়া অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত ৬টি চক্রের নাম যথাক্রমে (১) মূলাধার (২) সাধিষ্ঠান (৩) মণিপুর (৪) অনাহত (এই অনাহত সংসক্ত আর দুইটি চক্র আছে, তাহাদের নাম কলিকা ও কুণ্ডলী) (৫) বিশুদ্ধ (৬) আজ্ঞা। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত তিনটি পদ্ম সাধন ও সিদ্ধি পথের প্রয়োজনীয় বস্তু। ফল কথা, মোটের উপর ধরিলে প্রধান পদ্ম বা plexus এর সংখ্যা ৯টি, কিন্তু ছোট বড় সর্ব্বশুদ্ধ চক্র সংখ্যা ১১টি—অর্থাৎ প্রধান ছয়টি, ব্রহ্মরন্ধ্র সংযুক্ত তিনটি, এবং কলিকা ও কুণ্ডলী নামক অনাহত সংযুক্ত দুইটি। (৪৫) ব্রহ্মরন্ধ্র (brain) শূন্যোদর হইলেও ইহা শতসহস্র পত্রে পরিবেষ্টিত (৪৫ ক)।

---

(৪৫) ভুক্তি মুক্তি প্রদা ধ্যানাদণিমাদি গুণপ্রদা।
সুষুম্নান্তং সমাশ্রিত্য নবচক্রং যথা শৃণু॥
মূলাধারং চতুষ্পত্রং গুদোর্দ্ধে বর্ত্ততে মহৎ।
লিঙ্গমূলে তুপীঠাভং স্বাধিষ্ঠানস্ত ষড়দলং॥
তৃতীয়ং নাভিদেশেতু দিগ্‌দলং পরমাদ্ভুতং।
অনাহত মষ্ট-পীঠং চতুর্থ কমলং হৃদি॥
(তন্মধ্যে হষ্টদলং পদ্মং—কালিকাখ্যং কর্ণিকেয়ং অস্যাধো তু কুণ্ডলী।)
কলা পত্রং পঞ্চমন্ত বিশুদ্ধং কণ্ঠদেশতঃ॥
আজ্ঞাখ্যং ষষ্টকং চক্রং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে দ্বিপত্রকম্।
চতুষষ্টি দলং তালু মধ্যে চক্রন্ত সপ্তমং॥
তন্মধ্যে ঘটিকা সংজ্ঞা কর্ণিকা রক্ত সন্নিভা

(৪৫, ক) ব্রহ্মরন্ধ্রে হষ্টমং চক্রং শতপত্রং মহাপ্রভং
জালন্ধরং নামপীঠং এতত্তু পাবকাশ্রিতং
নবমন্ত মহাশূন্যং চক্রন্ত তৎ পরাৎপরং
মহাচক্রং সিদ্ধচক্রং পূর্ণ গৌর্য্যাদি সংজ্ঞকং
তন্মধ্যে বর্ত্ততে পদ্মং সহস্র দলমদ্ভুতং
ত্রিকোণ কর্ণিকা তত্র বর্ত্ততে জগদীশ্বরি
কলাসপ্তদশী তত্র বর্ত্ততে পরমেশ্বরি
নিরঞ্জন কৈলাসাতু কোটি সূর্য্য সমপ্রভা॥

পূর্ব্বোক্ত সকল পদ্মকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুযায়ী বিভাগ করিতে গেলে বলিতে হয়, সম্ভবতঃ মূলাধার ও সাধিষ্ঠান pelvic plexus. মণিপুর solar plexus, অনাহত cardial plexus, কলিকা ও কুণ্ডলী solar এবং hypo-gastric plexus, এতদ্ব্যতীত বিশুদ্ধ কণ্ঠদেশাশ্রিত, pharyngeal এবং laryngeal plexusএর সমধর্ম্মী ; আজ্ঞা ও আর তিনটি চক্র যাহা ভ্রূ ও ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত তাহার সহিত সম্ভবতঃ opthalmic, otic, sphenopalatine, এবং sub-maxillary ganglionএর ঐক্য আছে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে এখন এইরূপ একটা ধারণা হইতে পারে, যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যাহাকে nervous system বলে, তাহা এবং তন্ত্রকারদিগের যত্ন ও গবেষণা প্রসূত নাড়ী চক্র, এক ও অভিন্ন না হইলেও এক জাতীয় বস্তু। কেননা একের বিবরণের সহিত অন্যের বিবরণের যথেষ্ট মিল আছে।

The nervous system is divided into—

(1) The cerebro-spinal.

(2) The sympathetic.

The cerebro-spinal includes the brain, spinal cord, certain ganglio motor, and sensory nerves. The motor nerves are supplied to the striated or voluntary muscles, the sensory are distributed to the organs of sense skin and other parts endowed with sensibility ; the nerve fibres are mostly of medullated kind ; the sympathetic consists of a series of ganglia and nerves which supply the involun tury muscular fibre of the uterus, stomachs, intestines, ducts, and blood-vessels. The sympathetic system has a less symmetrical arrangement than the cerebro-spinal, the nerves are of a reddish colour and are composed for the most part of non medullated grey fibres. * * * The sympathetic may be regarded as that portion of the nervous system which supplies the internal organs and blood-vessels.

উপসংহার।

বাটীর কর্ত্রী যিনি, তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি যদি সকলের প্রতি সমান পড়ে, তাহা হইলে সে গৃহ যেমন গৃহলক্ষ্মীর শান্তি ভবন স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ বাত পিত্ত শ্লেষ্মা যতদিন জীবদেহে সমদর্শীর মত ক্রিয়া করিতে থাকে, ততদিন সেখানে "শর্ম্ম" বিরাজিত [illegible]হে।* পুণ্যশীলা গৃহলক্ষ্মীর মত তখন শাস্ত্রকারেরা ইহাদিগকে আদর করিয়া "ত্রিধাতু" এই সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি কখন তাঁহারা দেখিতে পান দুষ্টা গৃহকর্ত্রীর মত এই স্থখ বিধাতা সাম্যরূপী "ত্রিধাতু"ও একদেশদর্শী হইবার উপক্রম করিতেছে, তখনই তাঁহারা ইহাদিগকে আর পবিত্র ধাতু সংজ্ঞায় অভিহিত না করিয়া সেই মুহূর্ত্তে "ত্রিদোষ" এই আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতেও যদি তাহাদের চৈতন্য না হয়, একের উপভোগ্য অন্যের কাছে লইয়া গিয়া একদিকে অভাব অন্যদিকে অনাবশ্যক [illegible] শরীরকে ইহারা মলিন করিয়া তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে [illegible] গৃহকর্ত্রীর মত শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে "ত্রিধাতু" এই সম্মানিত উপাধি হইতে বঞ্চিত করিয়া "ত্রিদোষ" এই আখ্যা হইতেও আরও নিন্দনীয় "মল" এই ঘৃণিত উপাধি একবারে প্রদান করিয়া বসেন।

জীবশরীরের রক্তও একটি ধাতু; ইহার দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া শরীর যন্ত্র আপন কার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে; ইহা যতক্ষণ সমদর্শী হইয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমান রূপে প্রতিপালন করিতে থাকে, ততক্ষণ ইহার ধাতু সংজ্ঞা সার্থকতা লাভ করে; কিন্তু যখনই দেখা যায় প্লীহা যকৃৎ কিম্বা ফুসফুসের বা অপর স্থানের দিকে ইহার লক্ষ্য পড়িয়াছে তখন আর ইহা ধাতু নহে, তখন ইহা দোষ। আর যখন সেই একদেশদর্শী দুষ্ট রক্ত, প্লীহা যকৃৎ বা ফুস্‌ফুস স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বপ্রমাণাতিরিক্ত মাত্রায় সঞ্চিত হয় তখন সেই অতিরিক্ত সঞ্চিত রক্ত কিম্বা তাহার অপর কোন বিকৃত মূর্ত্তি "মল" এই পদবাচ্য হইতে থাকে। স্থূল কথা ধাতু অভিহিত যাহা, তাহা biological principlesএর অন্তর্ভূক্ত এবং biologyর বিষয়; দোষ অভিহিত যাহা, তাহা pathologyর অন্তর্ভুক্ত; আর মল অভিহিত যাহা তাহা ঠিক morbid anatomyর পর্য্যালোচিত বিষয়। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে বাত পিত্ত শ্লেষ্মাকে ধাতু দোষ ও মল রূপে বুঝিলে biology, pathology এবং morbid anatomy এই তিনটি বিভিন্ন বিষয়ের একসঙ্গে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে। এই জন্যই আমরা ভূমিকায় বলিয়াছি ধাতু ও দোষ রূপী বাত পিত্ত শ্লেষ্মার ইংরাজী অনুবাদ air, bile এবং phlegm হইতে পারে না, মলরূপী বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মাই ঠিক air, bile এবং phlegm এই শব্দে অভিহিত হইতে পারে। ধাতুরূপী বাতপিত্ত শ্লেষ্মার ক্রিয়া যথাক্রমে Cor-relative এবং sustentative function কিম্বা ইহার অংশভূত metabolism এবং lymphatic circulationএর অনুরূপ, আর দোষভূত বাতপিত্ত শ্লেষ্মা Pathological excitement বা irritationএর সমধর্ম্মী।

* ত্রিধাতু বাতপিত্ত শ্লেষ্মা ধাতুত্রয়ো প্রশমন বিষয় (শর্ম্ম) সুখং বহত ম—সায়নাচার্য্যঃ।